কোটচাঁদপুরে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত

হাজী আমলানেছা বিবি ওয়াকফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লীর অপসারনের দাবিতে কোটচাঁদপুরে মানববন্ধন করেছেন, সলেমানপুরের ৬ নং ওয়ার্ডবাসী। আজ শুক্রবার (০৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এ মানববন্ধন করেন তারা।

জানা যায়, কোটচাঁদপুরের সলেমানপুর ই.সি-২৮৬২ হাজী আমলানেছা বিবি ওয়াকফ এস্টেট। এ ওয়াকফ এস্টেটের আওতাধীন রয়েছে মসজিদ ও বেশ কিছু জমি। এ সব জমি থেকে যা আয় রোজগার হয়, তা তিনি নিয়ম বহির্ভূত ভাবে ব্যবহার করে আসছেন।

এর প্রতিবাদে আজ শুক্রবার দুপুরে কোটচাঁদপুর সলেমানপুর ওয়াকফ এস্টেটের মসজিদের সামনে মানববন্ধন করেছেন সলেমানপুরের ৬নং ওয়ার্ডবাসী। মানববন্ধন থেকে দূর্নীতিবাজ ও মসজিদের টাকা আত্মসাৎকারী মোতাওয়াল্লী ইমরান হোসেন (তাপসের) অপসারন চেয়েছেন তারা।

তুলে ধরেছেন তাঁর অনিয়মের ৫ দফা। যার মধ্যে রয়েছে, মসজিদের জমি, গাছ, নদ অর্থ আত্মসাৎ, ইমাম ও মোয়াজিনদের বেতন বাকি, মসজিদের কোন খোজ খবর না রেখে, ঢাকায় বসে মিথ্যা ভিডিও বানিয়ে মুসল্লীদের হুমকি-ধামকি প্রদান,এছাড়া তিনি যে বিভিন্ন অন্যায় ও অনিয়মের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ করেন তারা।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, ইমাম ফরহাদ হোসেন, জাহাঙ্গীর হোসেন, সামাউল ইসলাম, আলতাফ হোসেন, মোয়াজ্জিন ফয়সাল হোসেন। তারা এ মানববন্ধন থেকে দুর্নীতিবাজ, মসজিদের টাকা আর্তসাৎকারি মোতায়াল্লী ইমরান হোসেন তাপসের অপসারন চেয়েছেন। সাথে সাথে মোতাওয়াল্লীর বিরুদ্ধে সকল অভিযোগের তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টদের নিকট।

এ ব্যাপারে হাজী আমলানেছা বিবি ওয়াকফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লী ইমরান হোসেন (তাপস) বলেন, ঈমাম আর মোয়াজিনের কিছু টাকা বাকি আছে। তবে অন্যসব অভিযোগের বিষয়ে তিনি কিছু না বলে এড়িয়ে যান। অভিযোগ তোলেন, মসজিদ ভাঙ্গা ও দান বাক্সের টাকা চুরির ঘটনা নিয়ে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কুপায়।

এক পর্যায়ে আমার বড়ভাইয়ের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া সকলে পলিয়ে যাই। ঘটনার বিবরনী দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানাই। তৎখনিক অফিসার ইনচার্জ পুলিশ সদস্যদের পাঠিয়ে আমাদেরকে রক্ষা করে ও হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করিয়া দেই এবং বলে তোমরা নির্দিষ্ট আসামীগনের পরিচয় দিয়ে থানায় এজাহার দায়ের কর। সেই মর্মে আমার ছোট ভাই আব্দুল করিম বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ জানাই। তবে আজ সকালে আসামীরা সকলে মিলে আমার বাড়িতে মটর সাইকেলে অগ্নি সংযোগ করে পুড়িয়ে দেই। নায্য বিচার পাইবার জন্য সংবাদ সম্মেলনের ইচ্ছা পোষণ করি।

মেহেরপুরে জেলা উলামা সম্মেলন ২০২৪ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে উলামা বিভাগ ও বাংলাদেশ মাজলিসুল মুফাস্সিরিন মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে জেলা উলামা সম্মেলন ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (৩১ আগষ্ট) সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর ট্রাস্ট জামে মসজিদে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর উলামা বিভাগের মেহেরপুর জেলা সভাপতি হাফেজ মাওঃ ফিরাতুল ইসলাম (নাঈম) এর সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওঃ মোঃ তাজউদ্দিন খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাওঃ মুহাঃ মাহবুব উল আলম। প্রধান আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ও মুফাসসিরে কুরআন হাফেজ মাওলানা মুফতি আমির হামজা।

এছাড়াও এসময় বিশেষ আলোচনা হিসেবে বাংলাদেশ মজলিসুল মুফাসসিরিন খুলনা বিভাগীয় সেক্রেটারী অধ্যক্ষ মাওঃ ইব্রাহিম খলিল মুজাহিদ,

বাংলাদেশ মাজলিসুল মুফাসসিরিন কুষ্টিয়া জেলা সভাপতি হাফেজ মাওঃ জুলফিকার আলী, বাংলাদেশ মাজলিলুল মুফাসসিরিন কেন্দ্রীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য মাওঃ মোঃ আব্দুল হামিদ, বাংলাদেশ মাজলিবুল মুফাসসিরিন মেহেরপুর জেলা সভাপতি মাওঃ মোহাঃ জাহাঙ্গীর আলম জিহাদী উপস্থিত ছিলেন।

হরিনাকুণ্ডুতে জামায়তের জনশক্তি সম্মলন অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের হরিনাকুণ্ডু উপজেলা জামায়াতের উদ্যেগে জনশক্তি সম্মলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বিকালে হরিনাকুণ্ডু উপজেলা দোয়েল চত্বর মোড়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা জামায়াতের আমীর বাবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি কুতুব উদ্দীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সম্মলনে উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ রফিকুল ইসলামের পিতা আবু বকর সিদ্দিক।

জনশক্তি সম্মলেনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়তের আমীর অধ্যাপক আলী আজম মুহাম্মদ আবু বকর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সেক্রেটারি অধ্যাপক আব্দুল আউয়াল, জেলা সাংগঠনিক সেক্রেটারি আব্দুল আলীম, জেলা ওলামা বিভাগের সেক্রেটারি মুহাদ্দিস রবিউল ইসলাম ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সেক্রেটারি মনিরুজ্জামান। এছাড়া সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন সাবেক উপজেলা আমীর মাস্টার আলা উদ্দীন ও মাওঃ মওলা বক্, হরিনাকুণ্ডুর প্রথম নায়েবে আমীর মকবুল হোসেন, উপজেলা নায়েবে আমীর রেজাউল ইসলাম, দলের অন্যতম নেতা ইদ্রিস আলী, সাদেকুর রহমান, শফি উদ্দীন, শিবির নেতা রাশেদ হোসেন প্রমুখ।

উপস্থিত তৌহিদী জনতার উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথি বলেন রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে যথাযথ ভাবে ভোগ করার জন্য আল্লাহর আইন এবং সৎ লোকের শাসন কায়েমের আন্দোলনে শরীক হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

অনুষ্ঠানে নির্বাচিত ৩ জন আদর্শ বাবাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। আদর্শ বাবা সমাবেশে ৫০ জন বাবা ও তাদের মেয়েরা অংশগ্রহণ করে।

গাংনীতে বিএনপির ৪৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

আগামী ১সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ৪৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন উপলক্ষে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (২৬ আগষ্ট) দুপুরে গাংনী উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে এই প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি, শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, সাংগঠনিক সম্পাদক ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, জেলা বিএনপির ১ নং যুগ্ম ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল, যুগ্ম সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ও রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দিন কালু, জাতীয়তাবাদী মহিলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক মহিলা ভাইসচেয়ারম লাইলা আরজুমান বানু, গাংনী উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি ও গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইনসারুল হক ইন্সু, মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হামিদুল হক, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা মনিরুজ্জামান মনি, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক

চপল বিশ্বাস, সদস্য সচিব জাহিদুল ইসলাম, গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক ও গাংনী পৌরসভার কাউন্সিলর সাইদুল ইসলাম, সদস্য সচিব ও গাংনী পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর এনামুল হক, জেলা ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক রিপন হোসেনসহ বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদা চিৎলায় জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা সদরে চিৎলা গ্রামে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার বিকাল ৫ টার দিকে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আয়োজনে এই সাধারণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা নায়েবে আমির ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওঃ মো: আজিজুর রহমান।

এসময় তিনি বলেন, স্বৈরাচারী খুনি হাসিনা যখন ক্ষমতায় ছিল তখন আমরা জামায়াতের নেতা কর্মীরা ঠিক মতো একটি রাতো ভালো ভাবে ঘুমাতে পারিনি, একেরপর এক গায়েবি মামলা দেওয়া হতো আমাদের নামে,আর আমরা যখন জেলে যেতাম মনে হতো আমরা বড় সন্ত্রাসী তখন আমাদের জায়গা হতো জেলের মধ্যে আরেকটা জেল তার নাম সেল,আর সেই সেলে থাকাটা খুবই কষ্টকর। তার পরও আমরা জেলে গেছি সম্মানের সহিত এবং বের হয়েছি সম্মানের সহিত। আল্লাহ কোথায় দেখেন আজ সেই স্বৈরাচারী সরকারের এক মন্ত্রী যিনি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ধংসের দ্বার প্রান্তে নিতে সফল হয়েছে, তিনি হলেন স্বৈরাচারী সরকারের প্রথম হলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী তারপর শিক্ষা মন্ত্রী, শেষে হলেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি, আমরা প্রথমে মনে করছিলাম উনি মনে হয় ভালো, কিন্তু পরে দেখি ভালো মধ্যে কালো কিন্তু কালোর মধ্যে যে এত কালো আমরা কখনো ভাবতে পারিনি। সেই

মন্ত্রীকে যখন আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সাধারণ মানুষ তাকে ঘুষি, লাথি, থুতু মেরে ধিক্কার জানাচ্ছিল, এই হলো কর্মের প্রতিদান।তাই এদের থেকে এই জাতিকে শিক্ষা নেওয়া দরকার, জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম পরিপূর্ণভাবে শান্তি ও সমাধানের জীবন বিধান। আমরা সেই আলোকেই নিজেদেরকে গড়ে তুলি সেভাবেই দলকে, কর্মীদেরকে গড়ে তোলার চেষ্টা করি। আমাদের ডিকশনারিতে নাশকতার কোনো স্থান নেই। দীর্ঘদিন পরে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আমরা নতুন করে বাংলাদেশ গড়ার জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। উপজেলার কোথাও কোন নাশকতা ভাঙচুর করা যাবে না, যারা করবে তাদেরকে ধরে আইনের হাতে তুলে দিতে হবে। সম্পদ নষ্ট করলে তা আমাদের দেশের জন্য মানে আমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে। আমরা কোথাও কোন নাশকতা হতে দেব না কোথাও কোনো নাশকতার সংবাদ পেলে সাথে সাথে তা জনগণকে সাথে নিয়ে প্রতিহত করতে হবে।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আমির মো: আবুল বাশার এর সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা আমির মো: নায়েব আলী, উপজেলা নায়েবে আমির মো: নজরুল ইসলাম, উপজেলা সেক্রেটারী মাও: মো: আব্দুল গফুর, উপজেলা সহকারী সেক্রেটারী মো: রফিকুল ইসলাম জিয়া, উপজেলা সহকারী সেক্রেটারী মো: আবেদ উদ্দৌলা। হাউলী ইউনিয়ন আমির মো: ওবায়দুর রহমান, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আমির মো: আব্দুর রশিদ, নাটুদা ইউনিয়ন আমির, মাওঃ ফজলুল হক, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাওঃ আবু হানিফা, মো: মুহসিন আলী, এখতিয়ার রহমান শামসুজ্জুহা মাওঃ আব্দুল খালেক, মো: ইসমাঈল হোসেন, মো: আব্দুল গাফফার, মো: আবুস সাত্তার মো: হাবিবুর রহমান, মো: শামসুল ইসলাম, এ্যাডঃ হাসিবুল ইসলাম সহ জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের অসংখ্য নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় নিহত পল্টু’র ৫ম

শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় নঈম উদ্দীন আহমেদ পল্টু’র ৫ম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বাদ আছর দর্শনা অন্তর্জাতিক রেল স্টেশনে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন ঈশ্বরচন্দ্রপুর ও দর্শনাবাসী। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন মৃত: নঈম উদ্দীন আহমেদ (পল্টু) এর বড় ছেলে মোঃ শাহারিয়ার হক বাঁধন। আলোচনা অনুষ্ঠানে মোঃ আমির হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, মোঃ আজিজুল হক, মোঃ বেল্টু, মোঃ জসিম উদ্দিন, মোঃ মনজুর, ইমতিয়াজ আহমেদ রয়েল।

এসময় বক্তব্যে বলেন, এ দেশের বিচার বিভাগের কাছে আমাদের আকুল আবেদন, পল্টু হত্যার সঠিক বিচার চাই। ওই খুনিদের ফাঁসি চাই। আমরা দীর্ঘ ৫ বছর আইনের প্রতি ভরসা করে দেখেছি কোন বিচার পাইনি। তাই আবারও রাজপথে নেমে মানবন্ধন সহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আইনি প্রক্রিয়ায় দ্রুততম সময়ে সঠিক বিচার চাই। আর এই খুনিদের যারা মদদদাতা বিশেষ করে এই সংসদীয় আসনের তথা চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সাবেক এমপি টগর ও তার ছোট ভাই দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবুর প্রতি ঘৃণা সহ ধিক্কার জানায়। যারা জনপ্রতিনিধির নামে এই দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলার সাধারণ মানুষের দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে শোষক হয়ে অসংখ্য মানুষের রক্ত চুষে খেয়েছে। এইতো সেদিনের কথা গত ৪ই আগস্ট সারা দেশের ন্যায় দর্শনাতেও শান্তি পূর্ণ ভাবে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন হয়েছিলো। কিন্তু সেখানে ওই শোষক এমপি ও তার ভায়ের হুকুমে তাদের সেই কুখ্যাত সন্ত্রাস ক্যাডার বাহিনীর প্রধান তোতা ও মান্নানের নেতৃত্বে তার কিছু লোকজন নিয়ে শান্তি পূর্ণ আন্দোলনে অংশগ্রহনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের উপরে দেশীয় অস্ত্র সস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় এমনকি সেখানে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য উপস্থিত সাংবাদিকদের কেও হুমকি দেয় সেখানে কোন ভিডিও ধারন করা যাবে না বলে। এমনকি সেই সংবাদ প্রকাশ না করার জন্যেও মোবাইলে হুমকি দেয় এই খুনি তোতা।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, সাইফুল ইসলাম হুকুম, মঈন উদ্দিন আহমেদ মন্টু, খালিদ হাসান মিঠু, মনিরুজ্জামান টুটুল, ইসতিয়াক আহমেদ

রানা, অভি, শান্ত, ইমন, রনি, শুভ সহ অনেকে।

অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন, ইসলাম বাজার জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মোঃ জসিম উদ্দিন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন হাফিজুর রহমান ।

উল্লেখ্য, গত ২৩ আগস্ট ২০১৯ ইং শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা রেল ইয়ার্ডে যুবলীগের মান্নান, তোতা, দিপু, বাংলা, আলম, সোহেল ও আশিক সহ ১০/১২ জন প্রকাশ্যে দেশীয় ও আগ্নেও অস্ত্র সহ দলবল নিয়ে অতর্কিত হামলা চালিয়ে নির্মম ভাবে ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত: আব্দুর রউফের ছেলে নঈম উদ্দিন আহম্মেদ পল্টু (৩৫) কে হত্যা ও একই গ্রামের মৃত: ফরজ আলীর ছেলে সাংবাদিক মঞ্জুর আহম্মেদ (৩৬) কে গুরুতর আহত করে। এ ঘটনায় বর্তমানে দর্শনায় চলছে সাধারণ মানুষ সহ সব মহলের মানুষের মাঝে আলোচনা সমালোচনা।

মেহেরপুরে ইসলামী শিল্পী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে হামদ, নাথ ও ইসলামী সংগীত শিল্পীদের নিয়ে শিল্পী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৩ আগস্ট) সকাল ১০ টার মেহেরপুরে ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের হলরুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সাহিত্য সাংস্কৃতিক বিভাগ মেহেরপুর নামের একটি সংগঠন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটি সভাপতি এম এ জব্বার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটি প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. আব্দুস সালাম, জেলা জামাত

ইসলামের সেক্রেটারি ইকবাল হোসাইন, পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সোহেল রানা ডলার ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সাইক্লোন শিল্পী গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা রাশেদ উসমান।

এ সময় বক্তারা বলেন অপসংস্কৃতিতে জড়িয়ে পড়া এ সমাজকে রক্ষা করতে হলে ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে। তারা আরো বলেন ইসলামিক সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে বর্তমান সমাজকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কালোথাবা থেকে রক্ষা করতে হবে।

অনুষ্ঠানে মেহেরপুর, গাংনী ও মুজিবনগর থানার শিল্পীর অংশগ্রহণ করেন এবং ইসলামী সংগীত পরিবেশন করেন।

দামুড়হুদায় ইউপি প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচিত ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদে গতকাল বুধবার সকাল ১০ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আ:করিম বিশ্বাসের সভাপতিত্বে পরিষদের ইউপি সদস্য ও সচিবদের সাথে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় তিন প্যানেল চেয়ারম্যান পদত্যাগ করায় পরিষদে সর্বসম্মতি ক্রমে ৯ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য সাজিবার রহমানকে ১ নং প্যানেল চেয়ারম্যান, ১ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আলমগীর হোসেনকে ২ নং প্যানেল চেয়ারম্যান ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের ইউপি সদস্য সুমিয়া খাতুনকে ৩ নং প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়।

সভাপতির বক্তব্য চেয়ারম্যান আ:করিম বিশ্বাস তার বক্তব্য বলেন আমি স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ছিলাম। আমাকে ইউনিয়নের সাধারন মানুষ দলমত নির্বিশেষে ভোট দিয়ে আমাকে নির্বাচিত করেছে। আমি চেয়ারম্যান হিসাবে ইউনিয়নের সকলের চেয়ারম্যান। আমি শুরু থেকে দলমতের উর্দ্ধে থেকে পরিষদে সাধারন মানুষকে সেবা দিয়ে আসছি। গরীব

দুখী মেহনতি মানুষের সেবা করে আসছি। চেয়ারম্যান হিসাবে চেয়ারে বসে কখনো কোন দলের পক্ষপাতিত্ব করে কাজ করিনি। চেষ্টা করেছি প্রকৃত নাগরিক সেবা দিতে। অসহায় দুস্থদের প্রাপ্য সেবা টুকু দিতে। আজকে আমি খুবই খুশী। আজকে আপনারা আমাকে আপনাদের চেয়ারম্যান মনে করেন বলে আমি সকলের সহযোগীতায় সকলের ভালোবাসায় পরিষদে অফিস করতে পারছি। আপনাদের ভালোবাসার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল, সাজিবার মেম্বর, আলমগীর হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, মনিরুজ্জামান মন্টু, বিল্লাল হোসেন, আ:রাজ্জাক, আনেহার খাতুন, সুমাইয়া খাতুন, দেলোয়ারা খাতুন, মাহবুবুর রহমান, ইউপি সচিব হাসানুজ্জামান, হিসাবরক্ষক মতিয়ার রহমান, উদ্যোক্তা হারুন, ওমেদুল হক প্রমুখ।